দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 AUG 1993
পৃষ্ঠা 8 কলাম 6

ভাল ছাত্ররা আন্দোলন করতে পারে না বলে তাদের বৃত্তির টাকা বাড়েনি

আবু আহমেদ

যে সমাজে এক ধরনের গ্রেসাম'স ল' চলছে সে সমাজে ভাল ছাত্ররা যে এর প্রধান শিকার হবে তা অতি বোধগম্য বিষয়। গ্রেসাম ছিলেন ষষ্ঠদশ (১৫১৯–১৫৭৯) শতাব্দীর একজন ইংলিশ ব্যবসায়ী ব্যাংকার। নিজেও অনেক ধনী ছিলেন এবং ধনকে ব্যবহার করে লণ্ডনে গ্রেসাম'স কলেজ স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন 'স্যার' এবং পূর্ণ নাম ছিল টমাস গ্রেসাম। রানী বড় বিপদে পড়লেন, মুদ্রা ছাড়েন কিন্তু অর্থনীতি থেকে সে মুদ্রা উধাও হয়ে যায়। কোথায় যায় কেউ বলতে পারছেন না। অবশেষে শরণাপন্ন হলেন গ্রেসামের কাছে। গ্রেসাম খোঁজ নিলেন এবং বাস্তবজ্ঞান থেকে বলে দিলেন নিশ্চয়ই নতুন মুদ্রাগুলো কেউ না কেউ বাজার থেকে তুলে নিচ্ছে, কিন্তু নতুন মুদ্রা তুলে নিবে কেন? গ্রেসাম বললেন, নিশ্চয়ই ঐ মুদ্রাগুলো পুরাতন মুদ্রার চেয়ে দামী হবে। আসলে যা ঘটছিল লণ্ডনে তাহল নতুন মুদ্রাগুলো ধাতব মূল্যের দিক দিয়ে পুরাতনগুলো থেকে অধিক মূল্যবান ছিল, তাই কর্মকার এবং ধাতব ব্যবসায়ীরা পুরাতন মুদ্রা দিয়ে নতুন মুদ্রা কিনে ঐগুলোকে গলিয়ে আবার বেশি দামে বাজারে বিক্রয় করছিল। গ্রেসাম রানীকে নতুন মুদ্রাগুলোর ধাতব কনটেন্ট (Contents) কমিয়ে দিতে বললেন এবং তাতে কাজ হল। সে থেকে অর্থ বিজ্ঞানে গ্রেসাম'স ল' পরিচিতি লাভ করে এবং যার ব্যাখ্যা হল খারাপ মুদ্রা (Bad money) ভাল মুদ্রাকে (Good money) সঞ্চালন বা প্রচলন (Circulation) থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আজকে আমরা অনেকে কোন খারাপ জিনিস ভাল জিনিসকে তাড়িয়ে দিলে এই ল'–এর উদাহরণ দিই।

সত্যি দেখে মনে হয় বাংলাদেশে এক ধরনের গ্রেসাম'স ল' কাজ করছে, তবে মুদ্রায় নয়, অন্য সবখানে। এখানে গণ্ডাবাজি আর পেশীশক্তি সমস্ত ভাল গুণাবলীকে তাড়িয়ে ফিরছে। কি চাকরিতে, কি রাজনীতিতে, কি ব্যবসা–বাণিজ্যে— সর্বত্রই যেন খারাপ মুদ্রাগুলো ভাল মুদ্রাগুলোকে বাজার থেকে তাড়াতে ব্যস্ত। ভাল মুদ্রাগুলো তো গ্রেসামের সময়ে রানী থেকে প্রটেকশন পেয়েছিল, কিন্তু আজকের ভাল মুদ্রার ঐ প্রটেকশন পাবার যেন উপায় নেই, কারণ সব স্থানগুলোই খারাপ মুদ্রার দখলে চলে গেছে। নইলে আজকে আমাদের ভাল ছাত্রদেরকে কেন লেখাপড়ার খরচ চালানোর জন্য হন্যে হয়ে টিউশনির পেছনে ছুটতে হবে। কই, যে যুগকে আমরা পরাধীন বলি সে যুগে তো ভাল ছাত্ররা সরকারী বৃত্তিতে পড়েই ওপরে উঠেছিল। তখন ভাল ছাত্র মানে বিদ্যালয়/কলেজের অহংকার। আর আজ কেউ তাদের খবর নেবার নেই। কে ভাল ছাত্র তা অধ্যক্ষ মহোদয় হয়ত জানেননি কোনদিন। কারণ তার এখন ঐ খবর নেবার সময় নেই। তিনি আছেন যেসব খারাপ মুদ্রা তাদেরকে বের করে দিচ্ছে বাজার থেকে তাদেরকে সামাল দিতে ব্যস্ত।

ঐ সময়ে কলেজ অধ্যক্ষরা, প্রধান শিক্ষকেরা ভাল ছাত্রকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে আনার জন্য রীতিমতো গার্ডিয়ানদের কাছে ধরনা দিত। আজকে ঐ নিয়ম নেই। নিয়ম হয়েছে কোন ছাত্রনেতা আনা যায় কিনা যে না পড়ে মন্ত্রী–মিনিষ্টারের সঙ্গে কলেজ প্রধান বা বিদ্যালয় প্রধানের যোগাযোগ ঘটিয়ে নিতে পারবে। এ লজ্জা আমাদের সবাইর। যেন সবাই মিলে আমরা মেধাকে, নিয়মানুবর্তিতাকে পেছনে ঠেলে দিতে উঠে পড়ে লেগেছি।

টেলিভিশন বক্তব্যে শুনেছি প্রধানমন্ত্রী কয়েকজন ভাল ছাত্রকে নিজের বেতন থেকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। ভাল কথা। কিন্তু এভাবে কয়টা ভাল ছাত্রের লেখাপড়ার পথ সুগম করা যাবে? যেটা করা উচিত ছিল তা হলো এরা আজকে বৃত্তির টাকা কত পায় এবং কয়জনকে বৃত্তি দেয়া হয় সে ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়া। দেশে শিক্ষা সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে, ২৫০টি কলেজ সরাসরি সরকারী কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে; বাকি স্কুল–কলেজগুলোতে ৭০% বেতন–ভাতা সরকার দিচ্ছে। শিক্ষকদের বেতন বেড়ে প্রায় পুরোটাই সরকারী হল, কিন্তু বাড়েনি ভাল ছাত্রদের বৃত্তির সংখ্যা এবং টাকা। কত বেড়েছে তাদের বৃত্তির অর্থ? বছরে ১০ টাকা করেও না। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন মাসে বৃত্তি পেতাম ১শ' টাকা করে। সেটা ষাট দশকের মাঝামাঝির কথা। আজকে যদি ঐ বৃত্তি বেড়ে ২৪০ টাকা হয় তাহলে তাকে বাড়া বলে? সে সময় ঐ ১শ' টাকা দিয়ে একজন মেধাবী ছাত্র দিব্যি তার খরচ চালিয়ে যেতে পারত। আর আজকে প্রগতি এবং অগ্রগতির যুগে আমরা মেধাবী ছাত্রকে এমন এক বৃত্তি দিচ্ছি যার দ্বারা তার এক সপ্তাহ চলে না। আমরা তাদেরকে শ্লোগানের রাজনীতির দিকে ঠেলে দিচ্ছি যার প্রোডাক্ট হচ্ছে আজকের অনেক সমাজ–নেতা। শ্লোগান দিয়ে যেসব নেতা বাজারে আসে তাদের থেকে সমাজ এমন কি–ই আশা করতে পারে। নিজেদেরই মেধা ছিল না, অন্যের মেধার কদর কিভাবে বুঝবে?

আমাদের শিক্ষককুল নিজেদের বেতন বৃদ্ধির জন্য অনেক আন্দোলন–হরতাল করেছেন। কিন্তু তার সঙ্গে একটা দাবি জুড়ে দিতে পারেননি যে মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তির টাকা বৃদ্ধি করা হোক। আমাদের ছাত্র সংগঠনগুলোও এ ব্যাপারে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। ডজন ডজন দাবি এসব সংস্থাগুলো তুলেছে সত্য, কিন্তু ছাত্র বৃত্তি বৃদ্ধির দাবি একটি গৌণ দাবিতে পরিণত হয়েছে মাত্র। ছাত্ররা অনেক কিছু পেয়েছে – বাস, ক্যাফেটেরিয়া, দোকান, কিন্তু পায়নি ভাল ছাত্রদের জন্য রাষ্ট্রীয় বৃত্তি। পৃথিবীর যেখানে পুরো ব্যক্তি–নির্ভর অর্থনীতি চালু আছে সেখানেও ভাল ছাত্রদের লেখাপড়া ব্যয়–মুক্ত [illegible]। কিন্তু আমরা কথায় কথায় শিক্ষায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বুলি ঝাড়তে ছাড়ি না, অথচ আমরা ভাল ছাত্রদের বৃত্তির অর্থটা বাড়াতে পারিনি। এক একটা কলেজ চালাতে সরকারকে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। অথচ মাত্র দুটো কি তিনটা কলেজ চালাতে বছরে যে অর্থ ব্যয় হয় সে পরিমাণ অর্থ যদি আমরা মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তি হিসেবে ব্যয় করতাম তাহলে আমরা অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত পেতাম।

আমরা আন্দোলনের মুখে দাবি মেনে নিই। কিন্তু যা নিয়ে আন্দোলন হয়নি, অথচ বিষয়টি একশ' ভাগ ন্যায্য তা আমরা আমাদের বিবেক–বিবেচনা থেকে সম্পন্ন করিনি। যারা রাজনীতি করেন তাদের অধিকাংশকে ধরে নিলাম তারা বৃত্তির ফল (Product) নয়। কিন্তু যারা আজকে মাঝারি থেকে ওপরের আমলা তারা তো প্রায় সবাই বৃত্তিরই ফল। তাঁদের চোখে কিভাবে বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে? তারা যদি ভাবেন যে তাদের সন্তানেরা বৃত্তির জন্য বসে নেই তাহলে তারা ভুল করছেন। কারণ, সমাজ কম মেধাসম্পন্ন লোকের পদচারণে ভারাক্রান্ত হলে তাদের ছেলেরাও দাঁড়াতে পারবে না। যেসব আমলা ষাটের দশকে চাকরিতে ঢুকেছেন তারা প্রায় সবাই বড় রকমের সরকারী সাহায্য পেয়েছেন লেখাপড়ায়। কিন্তু সে আমলারাই আজকে বিষয়টাকে বেমালুম ভুলে বসে আছেন। ছেড়ে দিয়ে আছেন সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির ওপর। আমাদের সমমানের অনেক অর্থনীতিতে হাজার হাজার বৃত্তির ব্যবস্থা আছে ভাল ছাত্রদের জন্য। আমাদের এখানে নেই, কারণ যাদেরকে আমরা লেখাপড়া করে ভাল ছাত্র হতে বলছি তাঁরা রাস্তায় নামতে পারেনি, গাড়ি ভাঙতে পারেনি। একজন এমপি এ কথাটা তুললেন না যে, আমাদের একজন মেধাবী ছাত্র মাসে কত টাকা বৃত্তি পায়। তাঁরা তাদের সুবিধের অনেক কথাই তুলেছেন, দেশবাসীও তা জানে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কোন ক্ষমতা নেই। তারা ভোটের মালিক। ভোট তো কাউকে না কাউকে দিতে হবে। এটা সত্য যে যারা ভোটযুদ্ধে নামেন তারা ভোটারের অসহায়ত্ব হিসেবে ধরে নিয়েছেন। আন্দোলন করে দাবি আদায় সবাই করছে, কিন্তু করতে পারল না ভাল ছাত্ররা। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রচুর ভর্তুকি আছে, কিন্তু এর এক বড় অংশ যাচ্ছে মস্তান, কম জানে, কম মানে—এ ধরনের লোকের পকেটে। ভর্তুকি যদি দিতেই হয় তাহলে সেটাতো মেধাকে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু আজকে করদাতাদের অর্থ দিয়ে শিক্ষায় এমন ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে যার কোন হিসেব নেই। কত টাকা কোন্ ক্লাসে টিউশন ফি কেউ তা নিয়ন্ত্রণ করছে না, অথচ হাইস্কুল/মাদ্রাসা সবাই ৭০% বেতন–ভাতা সরকার থেকে নিচ্ছে। আজকে শিক্ষাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্পদের অপচয় আর অপব্যবহারের বড় খাত। এবং এসবই হচ্ছে সরকারের জানার ভেতর দিয়ে।